# শিশু সুরক্ষা নীতিমালা-২০২১

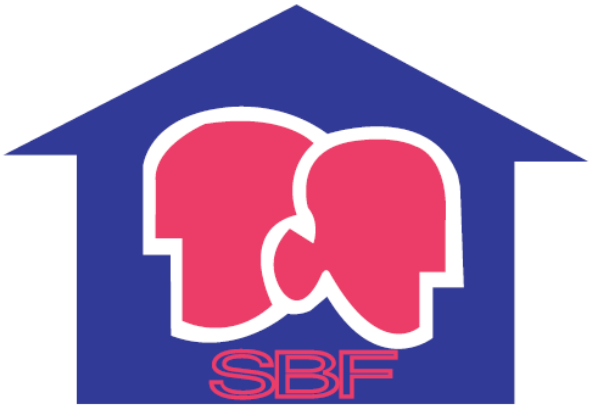


## সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন

মধুগঞ্জ বাজার,কালীগঞ্জ,ঝিনাইদহ-৭৩৫০

# শিশু সুরক্ষা নীতিমালা

সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন -এস বি এফ

**নীতিমালা প্রণয়ন ও সম্পাদনায়**

কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা টিম, সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন

**প্রকাশকাল**

জানুয়ারি ২০২১

**প্রকাশক**

সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন
কালীগঞ্জ ঝিনাইদহ।
ফোন- +৮৮২৪৭৭৭৪৮৫০২, মোবা- ০১৭১২-০০১০৬৬
ই-মেইলঃ sbfkj1@gmail.com, sbfkj@yahoo.com
Web: www.sbfbd.org

# শিশু সুরক্ষা নীতিমালা

## ভূমিকা:

সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন ১৯৯৫ সাল হতে শিশু সুরক্ষা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সচেতনতার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ১৯৯৮ ইং সাল হতে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও প্রশাসনিক কাঠামোসহ প্রকল্পভিত্তিক সংস্থা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের শিশুরা বিভিন্ন দিক থেকে বঞ্চিত, নির্যাতন শোষনের শিকার। শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। প্রত্যেকটি শিশু একটি সম্ভাবনা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। শিশুর রয়েছে, বেঁচে থাকার অধিকার, বিকাশের অধিকার, অংশগ্রহণ ও সুরক্ষার অধিকার। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রসীমায় বাস করে বিধায় পরিবারের পক্ষে অনেক সময় শিশুর সকল চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। ফলে সম্ভাবনা থাকা সত্বেও আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিশু মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে উঠে না। দারিদ্রতা ও সামাজিক বৈষম্যের কারনে ইচ্ছা থাকা সত্বেও শিশুর সকল চাহিদা পরিবারের পক্ষ থেকে পূরণ করা সম্ভব হয় না, অঙ্কুরে ঝরে পড়ে মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে উঠার স্বপ্ন।

তাই অযত্ন, অবহেলা, শোষণ, বৈষম্য, পুষ্টিহীনতা, নির্যাতন ও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত এসব শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র, সরকার, সমাজ, ব্যক্তি, পরিবার তথা সকলের দায়িত্ব হচ্ছে শিশুর সকল অধিকার নিশ্চিত করে তাকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করা। সর্বপরি শিশুর সকল অধিকার বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে নীতিমালার প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এই নীতিমালা প্রযোজনীয় নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করবে।

## শিশুর সজ্ঞা:

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯) এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন নং ১৮২ (১৯৯৯) অনুসারে ১৮ বৎসর বয়সের নীচে সকল মানব সন্তানই শিশু। উল্লেখিত দু'টি সনদই বাংলাদেশ সরকার অনুস্বাক্ষর করেছে।

## শিশু নির্যাতন:

### সংজ্ঞা ও পরিভাষা:

শিশু নির্যাতন এমন একটি অবস্থা, যাতে শিশু ক্ষতিগ্রস্থ হয়- যা সাধারণত পরিমিত যত্ন ও নিরাপত্তা বিধানে মা বাবা অথবা তত্ত্বাবধানকারীর ব্যর্থতার ফলে ঘটে। মা বাবা অথবা তত্ত্বাবধানকারীর কর্ম ও নিষ্ক্রিয়তা উভয়ই এই নির্যাতনের অন্তর্গত, যা প্রধানত চার ধরনের: শারীরিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, আবেগসংক্রান্ত নির্যাতন ও অবহেলা। প্রায়শ এক ধরনের নির্যাতনে ভুক্তভোগী হলে শিশু অন্য ধরনের নির্যাতনেরও শিকার হয়।

### শারীরিক নির্যাতন:

শারীরিক নির্যাতন হচ্ছে, প্রকৃত বা সম্ভাব্য শারীরিক আঘাত বা আঘাতজনিত কষ্ট থেকে শিশুকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়া।

**অবহেলা:**

অবহেলা হচ্ছে, শিশুর প্রতি ধারাবাহিক বা গুরচতর উপেক্ষা করা বা শিশুকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে না পারা। তার মধ্যে রয়েছে ঠান্ডা ও অনাহার থেকে রক্ষায় ব্যর্থতা বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় যত্ন নিতে চরম ব্যর্থতা যার ফলে শিশুর স্বাস্থ্য, স্বাভাবিক বিকাশ ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

**যৌন নির্যাতন:**

যৌন নির্যাতন হচ্ছে, শিশুর উপর প্রকৃত বা সম্ভাব্য যৌন নিপীড়ন। ধর্ষণ, আত্মীয় দ্বারা যৌন সংসর্গ ও পর্নোগ্রাফীসহ শিশুর সাথে সকল প্রকার যৌন কর্ম নির্যাতনের অন্তর্ভূক্ত।

**আবেগ সংক্রান্ত নির্যাতন:**

আবেগ সংক্রান্ত নির্যাতন হচ্ছে, শিশুর আবেগ বা আচরণগত বিকাশের উপর প্রকৃত বা সম্ভাব্য বিরচপ প্রভাব যা ধারাবাহিক অথবা চরম রূঢ় ব্যবহার বা প্রত্যাখ্যান থেকে সৃষ্ট।

**শিশু সুরক্ষা:**

শিশু সুরক্ষা বলতে শিশুর প্রতি নির্যাতন বা রূঢ় ব্যবহার বন্ধ বা প্রতিরোধ করার জন্য গৃহীত দায়িত্ব ও কার্যক্রমকে বোঝায়।

**নীতিমালা কেন:**

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী অন্যতম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ সকল শিশুকে যৌন নির্যাতনসহ সব প্রকার শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার, আঘাত বা নির্যাতন, অবহেলা, দূর্ব্যবহার বা শোষণ থেকে রক্ষা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

রাষ্ট্রের এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কেবলমাত্র সরকারী উদ্যোগ গুলিই যথেষ্ট নয়। এর সাথে বেসরকারী সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহের উদ্যোগ, শিশু সুরক্ষার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে রাষ্ট্রের এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমরা দায়বদ্ধ। তাই এই দায়বদ্ধতা থেকে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে যা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক পরিবর্তন/সংশোধন যোগ্য ও যার মূল লক্ষ হল-

- শিশুদের শোষণ, অবহেলা এবং যৌন হয়রানি ও শারীরিক নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য সম্ভবপর সব ধরনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা তা অবিরত যাচাই করা।
- কর্ম এলাকার শিশুদের এবং সাধারণ শিশুদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি কমিয়ে আনতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সংস্থার কর্মী, স্পন্সর ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার যাদের সঙ্গে শিশুদের যোগাযোগ হয়, তাদের কাছ থেকে শিশুদেরকে সম্ভাব্য নির্যাতন থেকে নিরাপদ রাখা।
- কমিউনিটি ও পরিবারে শিশুদের নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- শিশু বিষয়ে কর্মরত সরকারী বেসরকারী উদ্যোগের সমন্বয়সাধন, নেটওয়ার্কিং ও কর্মীর সুরক্ষা।
- সরকারের শিশুশ্রম নীতিমালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।
- ঝুঁকিপুর্ন শিশুশ্রম নিরসন ও প্রাপ্য ন্যয্যমুজুরী নিশ্চিত করা।
- ১৪ বৎসরের  নিচে বয়স্ক শিশুকে শিশুশ্রমে নিয়োগ বন্ধ করা।

**নীতিমালার লক্ষ্য:**

- শিশু নির্যাতন সম্পর্কে সংস্থা ও সংস্থার বাইরেও সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- যেকোন প্রকার শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, সাড়া দেয়া কিংবা প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য সকল কর্মী ও অন্যান্যদের কাছে প্রত্যাশা ব্যক্ত করে নির্দেশনা প্রদান।
- সংগঠনের সকল স্তরে তথা কর্মসূচীতে শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়টিকে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় প্রাধান্য দেওয়া।
- শারীরিক, মানসিক ও বহুমাত্রিক শিশুদের সকল ক্ষেত্রে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।

সর্বপরি সমতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে সমাজের সকল স্তরে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি ও ইতিবাচক পরিবর্তন।

**কার্যপ্রণালী/প্রক্রিয়া:**

সংস্থার পক্ষে কাজ করার সময় সংস্থার সংশ্লিষ্ঠ সকল স্টেকহোল্ডার যেমন কর্মী, নির্বাহী কমিটি, সাধারণ কমিটি, ভিজিটর, সেচ্ছাসেবকগণ এর কার্যপ্রণালী/প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন হবেন এবং তা মেনে চলছে- এটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সংস্থার ব্যবস্থাপনার।

নিম্নলিখিত উপায়ে এস বি এফ শিশুদের নিরাপত্তা বিধানের অঙ্গীকার পূরণ করবে:

**সচেতনতা:** শিশু নির্যাতন ও এর ঝুঁকি সম্পর্কিত সমস্যার ব্যাপারে সকল কর্মী ও অন্যদের সচেতনতা নিশ্চিত করা।

**প্রতিরোধ:** কর্মী এবং অন্যদের সচেতনতা ও সদাচারের মাধ্যমে শিশু নির্যাতনের ঝুঁকি কমানো নিশ্চিত করা।

**সাড়াদান:** নির্যাতনের আশংকা থাকলে শিশুকে সহযোগিতা প্রদান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

উপরে বর্ণিত মানদন্ডসমূহে সাড়া দেওয়া ও রিপোর্টিং এর পাশাপাশি এসবিএফ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করবে:

- উদ্বেগ প্রকাশিত হলে গুরচত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা।
- যে শিশুর জন্য উদ্বেগ তার নিরাপত্তা ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে নিশ্চিত করা।
- শিশু, কর্মী বা অন্য বয়স্করা উদ্বেগ প্রকাশ করলে বা উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত হলে তাদের সহায়তা করা।
- তদন্ত প্রক্রিয়া শুরচ ও পরবর্তীতে সহায়তা করার জন্য যথাযথ এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- শিশু সুরক্ষা প্রক্রিয়া শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষা নীতি দ্বারা পরিচালিত করা।
- শিশুর মতামত ও ইচ্ছা গুরচত্বসহকারে শোনা ও তা গ্রহণ করা।
- শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মা বাবা/তত্ত্বাবধানকারী এবং/অথবা অন্যান্য পেশাজীবির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা।

সংস্থার সকল নিয়োগপত্র ও চুক্তিপত্রে এই মর্মে একটি ধারা সংযুক্ত করতে হবে যে, 'সংস্থায় কর্মরত অবস্থায় সময়ে আপনি এই শিশু সুরক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী আচরণ করতে বাধ্য থাকবেন এবং তারা একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করবেন (সংযুক্তি এ অনুযায়ী) যে তারা এই নীতিমালাটি গ্রহণ করেছেন, পড়েছেন এবং অনুধাবন করতে পেরেছেন।

**শিশু অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রসমূহ:**

সংস্থায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য শিশু সুরক্ষা নীতিমালা প্রযোজ্য। এছাড়াও-

- সেচ্ছাসেবী কর্মী
- নিয়োগকৃত কনসালটেন্টগণ
- পার্টনার সংস্থা
- দাতা সংস্থা এবং
- কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের মানুষ যারা সংস্থার সাথে জড়িত।
- সকল শিশুর সাথে।

**শিশু সুরক্ষা আচরণবিধি:**

সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, সেচ্ছাসেবক/সহায়তাকারী/শিক্ষানবীশ, ঠিকাদার/কনসালটেন্ট, নৈমিত্তিক কর্মী শিশু নিরাপত্তা নীতিমালা বিষয়ক আচরণবিধি পেয়েছে, পড়েছে এবং বুঝেছে মর্মে লিখিত স্বীকারোক্তি দিতে হবে। আচরণবিধি মূলত শিশুদেরকে রক্ষা করার জন্য প্রণয়ন করা হলেও এর অন্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্ভাব্য অন্যায় আচরণ ও নির্যাতনের মিথ্যা অভিযোগ থেকে তাদেরকে রক্ষা করা। তাই নিম্নবর্ণিত মূল আচরণবিধিগুলি কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

- সংস্থার নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যাতীত কোন পুরুষ কর্মকর্তা/কর্মচারী বা সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি এক বা একাধিক কোন শিশুর সাথে শিশুর বাড়িতে অথবা প্রকল্প অফিসে কিংবা অন্য কোথাও একা রাত্রিযাপন করতে পারবে না।
- সংস্থার স্টাফ শিশুদের গৃহপরিচারক/গৃহপরিচারিকা হিসাবে নিয়োগ দেবে না এবং অন্যরা যাতে শিশুদের গৃহপরিচারক হিসাবে নিয়োগ না দেয় সে বিষয়ে উদ্যোগী ভুমিকা রাখতে হবে।
- সংস্থার কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বা সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি কোন শিশুকে এদেশের সামাজিক দৃষ্টিতে বেমানান বা দৃষ্টিকটু হয় এমনভাবে আদর, চুমু, আলিঙ্গন বা ধরতে পারবে না। বিশেষভাবে শিশুদের গোপন অঙ্গ কোনভাবেই স্পর্শ করা যাবে না। একমাত্র চিকিৎসার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক হলে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।
- সংস্থার 'আচরনবিধি' লঙ্ঘন, শিশুদের সঙ্গে আপত্তিকর আচরণ বা শিশুদের যৌন নির্যাতন, দন্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য এর দন্ড হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকুরিচ্যুতি। সংস্থার স্বেচ্ছাসেবক/সহায়তাকারী/শিক্ষানবীশ, ঠিকাদার/ কনসালটেন্ট, নৈমিত্তিক কর্মীর বিরচদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার সাথে সম্পাদিত চুক্তি তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করা হবে।
- সংস্থার কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বা সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি প্রকল্পাধীন কোন পরিবারে কোন মহল দ্বারা কোন প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে এমনভাবে যাতায়াত বা সম্পর্ক রাখতে পারবে না।

**সংস্থার কর্মী হিসাবে যা করা যাবে না:**

- কোন শিশুকে আঘাত, শারীরিকভাবে অপমান বা মানসিকভাবে হয়রানি।
- কোন শিশুর সাথে এমন কোন সম্পর্ক স্থাপন করা যা হয়রানি বা অপমান হিসাবে পরিগণিত হয়।

- এমন কোন আচরণ বা কাজ না করা যা কোন শিশুর জন্য হয়রানিমূলক বা হয়রানির কোনরকম সম্ভাবনা থাকতে পারে।
- এমন ভাষা প্রয়োগ করা, উপদেশ, পরামর্শ, দেয়া যা অচাচিত, অশোভন বা হয়রানিমূলক।
- শিশুরা নিজেদের ব্যক্তিগত কাজ যা তারা নিজেরাই করতে পারে, তাদের হয়ে সেই কাজ করা।
- ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কোন কাজ না করা যা শিশুদের জন্য লজ্জা, অপমানজনক, মর্যাদাহানিকর, অশ্রদ্ধামূলক বা আবেগজনিত হয়রানির কারণ হয়।
- কোন শিশুর সাথে বৈষম্যমূলক বা ভিন্নরকম আচরণ করা যা সকলের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন একজন শিশুকে আলাদা কোন রকম সুযোগ সুবিধা দেয়া।

## কর্মী ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ:

সংস্থার সকল কর্মী এবং সেচ্ছাসেবক শিশু সুরক্ষা নীতি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন থাকবে এবং শিশু নির্যাতন চিহ্নিত ও প্রতিহত করতে পারবে।

- শিশু সুরক্ষা নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে সকল দায়দায়িত্ব সংস্থার সমন্বয়কারীর শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে নতুন কর্মীগণ প্রকল্প সমন্বয়কারীর দ্বারা উৎসাহিত হবেন।
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে কর্মীগণ শিশুর অধিকার, যৌন নির্যাতন ও অবহেলা সম্পর্কে জানবে ও চর্চা করবে।
- সংস্থার সকল কর্মী অবশ্যই শিশু রক্ষা নীতিমালা সম্পর্কে জানবে।
- কর্মীগণকে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে শিশুরা অন্যায়কে চিহ্নিত করতে শিখবে এবং তাদের অধিকার ও চিন্তা ভাবনা অনুভব করতে সক্ষম হবে।

## শিশু নির্যাতন/হয়রানী প্রতিরোধ করা:

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ১টি ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি থাকবে যার নেতৃত্বে সংস্থার একজন সিনিয়র কর্মকর্তা থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প অফিসসমূহে ১ জন করে পয়েন্ট পার্সন থাকবে। শিশু নির্যাতন / হয়রানির অভিযুক্ত ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে পয়েন্ট পার্সন এর মাধ্যমে জানাতে হবে। সংশ্লিষ্ট কমিটি বিষয়টি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানাবেন এবং অন্যান্য পরবর্তী ব্যবস্থাসমূহ, যেমন ঘটনাটি সম্পর্কে দেশের শিশু সুরক্ষা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, নারী শিশু হলে কমিটিকে জানাবেন এবং ঘটনাটির গুরচত্ব ও গভীরতা বিবেচনা সাপেক্ষে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিষয়টি অবগত করবেন বা ফৌজদারী মামলায় সহায়তা করাসহ অন্যান্য পদক্ষেপের ব্যাপারে কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেবেন।

যদি কোন কর্মী, সন্দেহভাজন শিশু নির্যাতন হয়রানির অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং তদন্তে তা যদি অমূলক প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত কর্মীর বিরচদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।
তবে কোন কর্মী মিথ্যা এবং ক্ষতিকর অভিযোগ উত্থাপন করলে তাকে সংস্থার মানব সম্পদ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সংস্থার কোন কর্মীর বিরুদ্ধে শিশু নির্যাতন/হয়রানি সংক্রান্ত কোন মিথ্য বা ক্ষতিকর অভিযোগ উত্থাপন হলে তার বিরচদ্ধে সংস্থার আইন বা প্রচলিত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সাধারণ ক্ষেত্রে, কোন অভিযোগের তদন্ত চলাকালীন সময়ে অপরাধ সংগঠনকারীকে / অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সংস্থার কাজ কর্ম দায়িত্ব থেকে সাসপেন্ড / বিলম্বিত করা হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংস্থার উক্ত সহযোগীর সাথে সব ধরণের সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

# অঙ্গীকারনামা

শিশু সুরক্ষা নীতির প্রতি

আমি ..... শিশু সুরক্ষা নীতিতে উল্লেখিত মান এবং নির্দেশসমূহ পড়েছি এবং বুঝেছি। আমি সেখানে উল্লেখিত নীতিসমূহের সাথে একমত পোষণ করছি এবং সংস্থার সাথে কাজ করার সময় শিশু সুরক্ষা নীতি ও অনুশীলনের বাস্তবায়নকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করছি যা যথাযথভাবে পালন করব।

**স্বাক্ষর:**

**নাম:**

**পদবী:**

**তারিখ:**